সীরাতুন নবি ﷺ

বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে নবি-জীবনের গ্রন্থনা

১

জন্ম থেকে হিজরত

মূল (আরবি): শাইখ ইবরাহীম আলি

অনুবাদ: জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

সীরাতুন নবি ﷺ

বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে নবি-জীবনের গ্রন্থনা

প্রথম খণ্ড : জন্ম থেকে হিজরত

গ্রন্থস্বত্ব © অনুবাদক ২০১৭

ISBN: 978-984-34-322-5

প্রথম বাংলা সংস্করণ:
১ রবিউল আওয়াল ১৪৩৯ হিজরি/ ২০ নভেম্বর ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

অনুবাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

মূল্য: ৩৫০ টাকা

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

দোকান নং #৩১৫, ৩য় তলা, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan/

Siratun Nabi (Biography of the Prophet) being a Translation of *Sahih al-Sīrat al-Nabawiyyah* of Ibrāhīm Ali translated into Bangla by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2017

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা ১৩

উপস্থাপকের কথা. ১৭

পর্যালোচকের বক্তব্য ২১

বহুলব্যবহৃত চিহ্ন. ২৩

গ্রন্থকারের ভূমিকা ২৫
- সীরাতুন নবির উৎসসমূহ ২৮
- ঐতিহাসিক, বিশেষত সীরাতুন নবি সংক্রান্ত, বর্ণনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইসনাদের প্রয়োজনীয়তা ৩০
- মাগাযী ও সিয়ার গ্রন্থাবলির গুরুত্ব ৩৩
- এ গ্রন্থের সংকলন ও বিন্যাসপদ্ধতি ৩৫

সীরাতুন নবি ﷺ ৩৯

অধ্যায় ১ : রিসালাতের পূর্বেকার ঘটনাপ্রবাহ ৪১
- মুহাম্মাদ ﷺ এর বংশবৃত্তান্ত ও স্বজাতির মধ্যে তাঁর অবস্থান . . . ৪৩
- রিসালাত সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ৪৮
  - তাওরাতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও ইয়াহূদিদের ভবিষ্যদ্বাণী ৪৮
  - গণকদের আগাম সংবাদ ৫১
  - নবিদের ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রাথমিক নিদর্শন ৫২
- নুবুওয়াত লাভের পূর্বে জাহিলি সমাজের চিত্র ৫৪
  - জাহিলি যুগে সত্য দ্বীনের খোঁজে কয়েকজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ৫৮

যাইদ ইবনু আমর ইবনি নুফাইল ৫৮
সালমান ফারিসি رضي الله عنه ৬০
জমজম কূপ খনন ৬৭
রিসালাত লাভের পূর্বে মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবন ৭১
জন্ম ৭১
নবি ﷺ কে যারা দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন ৭৩
সুওয়াইবা ৭৩
হালিমা সাদিয়া ৭৪
বক্ষ বিদীর্ণ করা হলো ৭৭
মায়ের মৃত্যু ও নুবুওয়াত লাভের পর কবর যিয়ারত ৮০
দাদার পৃষ্ঠপোষকতা ও আদর ৮১
রাখালের দায়িত্ব পালন এবং পদস্খলন থেকে আল্লাহ-প্রদত্ত নিরাপত্তা . ৮২
সন্ন্যাসী বুহাইরার পর্যবেক্ষণ ৮৫
হিলফুল ফুদূল-এ অংশগ্রহণ ৮৭
খাদীজা رضي الله عنها এর সাথে বিয়ে ও তাঁর উচ্চ মর্যাদা ৮৮
কাবা পুনঃনির্মাণে অংশগ্রহণ ৯০
হাজরে আসওয়াদ সংক্রান্ত বিবাদে সালিশ হিসেবে তাঁর ভূমিকা . . . ৯২
নুবুওয়াত লাভের পূর্বে পাথরের সালাম ৯৩

অধ্যায় ২ : নুবুওয়াত লাভ ও মাক্কি জীবন ৯৫
ওহির সূচনা ৯৭
ওহি নাযিল বন্ধ হয়ে গেল!! ০০১
ওহি নাযিলের পদ্ধতি ১০২
ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল-এর সত্যায়ন ১০৩
সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন ১০৪
প্রকাশ্যে প্রচারণা শুরু ১০৯
কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া ১১২
প্রচারাভিযান বন্ধের দাবি ১১২
কুরআন: ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরার মূল্যায়ন ১১৩
নিপীড়নের কিছু নমুনা ১১৫
নিপীড়ন সত্ত্বেও ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত ১১৭
ইসলামের ছায়াতলে হামযা رضي الله عنه ১১৭

আবূ যার গিফারি ﷺ এর ইসলাম গ্রহণ ১১৮
কবিরাজি করতে এসে দিমাদ আয্‌দির ইসলাম গ্রহণ ১২০
আমর ইবনু আবাসার ইসলাম গ্রহণ ১২১
উতবার লোভনীয় প্রস্তাব ১২৪
অলৌকিক কাণ্ড করে দেখানোর দাবি ১২৮
চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা ১২৯
কুরাইশদের তীব্র নির্যাতনের শিকার নবি ﷺ ১৩২
আবূ জাহ্‌ল-এর ধৃষ্টতা: রাসূলের মাথা পদতলে পিষ্ট করার চেষ্টা . ১৩২
আবূ লাহাবের কাণ্ড ১৩৪
উকবা ইবনু আবী মুআইত-এর কুকীর্তি ১৩৬
কুরাইশদের সম্মিলিত আক্রমণ ১৩৯
অসহায় মুসলিমদের উপর নির্যাতনের বিভীষিকা ১৪০
মুশরিকদের মূর্তি প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের কর্মপন্থা ১৪৪
হাবশায় হিজরত ১৪৭
হাবশায় হিজরত থেকে মি'রাজ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ ১৫৮
উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ এর ইসলাম গ্রহণ ১৫৮
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর জন্য নবি ﷺ এর দুআ ১৫৮
ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর জন্য নবি ﷺ এর দুআ ১৫৯
ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে প্রচার ১৬০
উমারের ইসলাম গ্রহণে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি ১৬২
বয়কট ১৬২
দ্বীন নিয়ে হাসি-তামাশাকারীদের পরিণতি ১৬৪
নবি ﷺ কে নিয়ে হাসি-ঠাট্টার কিছু নমুনা ১৬৫
অন্ধ সাহাবি আব্‌দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম ﷺ ১৬৭
কুরাইশদের জন্য নবি ﷺ এর বদ-দুআ ১৬৮
আবূ বাকর ﷺ ও কুরাইশদের মধ্যে বাজি ১৬৯
আবূ তালিবের ইন্তেকাল ১৭০
আবূ তালিবের পরিণতি ১৭২
খাদীজা ﷺ এর ইন্তেকাল এবং আয়িশা ও সাওদা ﷺ এর সাথে বিয়ে ১৭৩
আবূ বাকর ও উসমান ইবনু মাযঊন ﷺ মুশরিকদের সুরক্ষা ফিরিয়ে দিলেন ১৭৭
ইস্‌রা ও মি'রাজ ১৮৩

মি'রাজ থেকে হিজরত পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ ১৯৩
তায়িফ গমন ১৯৩
আল্লাহর নিকট অনুযোগ ১৯৫
খৃষ্টান আদ্দাসের প্রতিক্রিয়া ১৯৬
তায়িফে নির্যাতনের বিভীষিকা ১৯৭
জিনদের কুরআন শ্রবণ ১৯৮
বিভিন্ন গোত্রের সামনে নিজেকে উপস্থাপন ১৯৯
আনসারদের আগমন. ২১০
ইসলামের ছায়াতলে আনসার ২১২
আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা ২১২
আকাবার প্রথম শপথ ২১৪
মুসআব ﷺ-কে মদীনায় প্রেরণ ও সেখানে ইসলামের বিস্তৃতি . . .২১৫
আকাবার দ্বিতীয় শপথ ২১৯
আনসারদের নাকীব ছিলেন যারা ২২৯

অধ্যায় ৩ : মদীনায় হিজরত. ২৩১
হিজরতের স্থান স্বপ্নে দর্শন ২৩৩
রাসূলের আগে সাহাবিদের হিজরত ২৩৩
হিজরতে যারা ছিলেন অগ্রগামী ২৩৩
আবূ সালামা ﷺ ও তাঁর পরিবারের দুর্ভোগ ২৩৪
মদীনায় হিজরতের পর আইয়াশ ইবনু রবীআর মক্কায় প্রত্যাবর্তন . . . ২৩৬
কুবায় মুহাজিরদের সালাত আদায় ২৩৯
রাসূল ﷺ এর মদীনায় হিজরত ২৩৯
হিজরতের অনুমতি ২৩৯
হিজরতের পরিকল্পনা ও আল্লাহ-প্রদত্ত সুরক্ষা ২৪০
রাসূলের সাহচর্যে আবূ বাকর ﷺ ২৪০
গুহায় আশ্রয় গ্রহণ ২৪৩
গুহার মুখে মাকড়সার জাল ২৪৪
মুশরিকরা গুহার ভেতর রাসূল ﷺ ও আবূ বাকরকে দেখতে পায়নি ২৪৬
গুহায় যেভাবে খাবার ও কুরাইশদের সংবাদ পৌঁছুতো ২৪৬
হিজরতের সময় আসমা ﷺ এর ভূমিকা ২৪৭
বাহন ও খাবার প্রস্তুতকরণ .২৪৭
দাদাকে কৌশলে সান্ত্বনা প্রদান ২৪৭

মদীনা অভিমুখে যাত্রা ২৪৮
মধ্যাহ্ন বিরতি ২৪৮
সুরাকা ইবনু মালিক কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবন ২৫১
আবূ বাকর ﷺ এর উপস্থিতবুদ্ধি ২৫২
উম্মু মাবাদের তাঁবুতে অলৌকিক ঘটনা ২৫৩
মুসলিম বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ ২৫৫

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

পৃথিবীতে নবি-রাসূল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো—মানুষ যেন তাঁদের আনুগত্য করে। —(আন-নিসা ৪:৬৪) সকল নবি-রাসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হলেও, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি কার্যকর; কারণ অন্যান্য নবি-কে দেওয়া শারীআর অনেক কিছুই স্থান-কালে আবদ্ধ, পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারীআ স্থায়ী, সর্বত্র ও সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। "বলে দাও—লোকসকল! আমি তোমাদের সবার নিকট আল্লাহর বার্তাবাহক।" —(আল-আ'রাফ ৭:১৫৮) "আমি তোমাকে সকল মানুষের জন্যই প্রেরণ করেছি।" —(সাবা ৩৪:২৮) যাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি চায়, তাঁদের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।—(আল-আহ্যাব ৩৩:২১)

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল অঙ্গনে ইসলামকে একটি বিজয়ী জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, নবি ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেদিন থেকে আজকের সময় পর্যন্ত, বিজয়ী দ্বীন হিসেবে ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে দু-বার বড় রকমের ছেদ পড়েছে; প্রথম ছেদটি পড়েছে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, মঙ্গোলিয়ানদের হাতে মুসলিম সাম্রাজ্য তছনছ হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। বিজয়ী দ্বীন তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে আশ্রয় নিয়ে কোনোরকমে টিকে থাকে। ঠিক সে সময়ই ইবনু তাইমিয়া, ইবনু কাইয়িম জাওযিয়্যা,

ইবনু কাসীর ও যাহাবি (আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর রহম করুন!) সহ আরও কিছু নিবেদিতপ্রাণ আল্লাহর বান্দার নিরলস পরিশ্রমের ফলে উম্মাহর মধ্যে আবার পুনর্জাগরণ দেখা দেয়। তারপর দ্বিতীয় আঘাতটি আসে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের আকৃতিতে। এবারের আঘাতে মুসলিমদের ঘরবাড়ির ভৌতিক কাঠামো ততোটা ক্ষতিগ্রস্থ না হলেও, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ইসলামের স্বকীয়তা একেবারে ম্লান হয়ে পড়ে। ইসলামের সর্বব্যাপী রূপ সমাজ-রাষ্ট্রের বলয় থেকে বিতাড়িত হয়ে, প্রথমে কিছুদিন ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ রিমন্ডলে ঠাঁই নেয়। তারপর ধীরে ধীরে গণমানুষের ব্যক্তিজীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলাম পরিণত হয় এক অদৃশ্য-অস্পৃশ্য দর্শনে। আর ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিধিতে সৃষ্ট শূন্যতায় তড়িঘড়ি করে জায়গা করে নেয় জাহিলিয়াত।

জাহিলিয়াতে ভরপুর একটি সমাজে ইসলামের প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চাইলে, নবি ﷺ-এর সীরাত বা জীবনচরিতই হলো সর্বোত্তম আদর্শ। নবি ﷺ-কে যে জাহিলি সমাজের মোকাবেলা করতে হয়েছিল, বর্তমানকালে ইসলামকে তার স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে গেলে, আমাদেরকেও একই জাহিলিয়াতের মুখোমুখি হতে হবে। এ কারণে সীরাতের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনীন হলেও, ইতিহাসের যে কোনও যুগের তুলনায় বর্তমান সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে।

নবি ﷺ-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পর থেকেই তাঁর জীবনেতিহাস সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে। দেড় সহস্রাব্দি যাবৎ তাঁর জীবনের উপর রচিত হয়েছে শতসহস্র গ্রন্থ। প্রাচ্যবিদ ডি.এস. মারগুলিয়াথ (D. S. Margoliouth) লিখেছেন,

> The biographers of the Prophet Mohammed form a long series which it is impossible to end, but in which it would be honourable to find a place.
>
> 'নবি মুহাম্মাদ-এর জীবনীকারদের একটি দীর্ঘ সারি রয়েছে, যা কখনও শেষ হওয়ার নয়; তবে সেখানে স্থান পাওয়াটাই সম্মানের ব্যাপার।'[১]

---

১. D. S. Margoliouth, *Mohammed and the Rise of Islam,* G.P. Putnam's, নিউ ইয়র্ক, তৃতীয় সংস্করণ (১৯০৫), ভূমিকা, পৃ. ৩।

নবি ﷺ-এর জীবনেতিহাস জানার বড় দুটি মাধ্যম হলো সিয়ার (জীবনচরিত ও যুদ্ধবিগ্রহ) ও হাদীসের গ্রন্থাবলি। সিয়ার ও মাগাযী বিষয়ক গ্রন্থাবলির একটি দুর্বলতা হলো—এতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরার উপর যতোটা জোর দেওয়া হয়েছে, বিশুদ্ধতার উপর ততোটা জোর দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে, হাদীস গ্রন্থাবলিতে যথেষ্ট যাচাই বাছাই করে তথ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। সুশৃঙ্খল নিয়মনীতির ভিত্তিতে হাদীসের বর্ণনা-পরম্পরা ও মূলপাঠের বিশুদ্ধতা নিরুপণের জন্য গড়ে উঠেছে দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র: 'ইলমুল জার্‌হি ওয়াত তা'দীল (বর্ণনা-পরম্পরা সমালোচনা শাস্ত্র)' ও 'নাক্‌দুল মাতন (পাঠ সমালোচনা শাস্ত্র)।'

ইসলামের কোনও বিষয় বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাইলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বিশুদ্ধ দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরি। আর এজন্যই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এমন এক সীরাত গ্রন্থের, যেখানে হাদীস ও সীরাত গ্রন্থাবলির বিপুল তথ্যভান্ডার থেকে যাচাই বাছাই করে সীরাত সংক্রান্ত বিশুদ্ধ তথ্যাবলি পেশ করা হবে। কাজটি অত্যন্ত দুরুহ। তবে এই দুরুহ কাজটিই সম্পন্ন করেছেন জর্দানের খ্যাতনামা হাদীস বিশেষজ্ঞ ইব্‌রাহীম মুহাম্মাদ আলি।

সহীহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ (صحيح السيرة النبوية) নামে খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ইব্‌রাহীম আলি একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে। আম্মানের নামকরা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুন নাফাইস থেকে। বক্ষ্যমাণ *সীরাতুন নবি* ﷺ গ্রন্থটি মূলত ওই গ্রন্থেরই অনুবাদ। বর্তমান অনুবাদে গ্রন্থটির দশম ও সর্বশেষ সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রকাশিত হয়েছে ২০১৫ সালে।

মূলগ্রন্থটি বড় আকারের সাড়ে সাত শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত হওয়ায়, বাংলা অনুবাদে আমরা এটিকে তিন-চার খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে নবি ﷺ-এর জন্মের পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে শুরু করে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত সময়কাল।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও

হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। পক্ষান্তরে নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষী লোকদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ওয়াহ্ইয়ু' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'অহি'—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, 'ওহি' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনও সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে কোনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

পরিশেষে, আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সামগ্রিক জীবন নবি ﷺ-এর আলোকিত সীরাতের আলোকে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করেন। আমীন!

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী

jiarht@gmail.com

উপস্থাপকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবি, সুহৃদ, তাঁর পথের পথিক ও তাঁর হিদায়াতের অনুসারীদের উপর।

আমি যথারীতি চমকে উঠেছি, পাশাপাশি যারপরনাই মুগ্ধও হয়েছি, যখন শাইখ ইব্‌রাহীম আলি আমাকে জানালেন যে, তিনি সুন্নাহ'র গ্রন্থাবলি থেকে নবি ﷺ-এর বিশুদ্ধ সীরাত সংকলনের কাজ সম্পন্ন করেছেন!

এই অপার বিস্ময় ও বিপুল আনন্দের নেপথ্য কারণ হলো—বিদ্বান ও বিদ্যার্থীরা বহুদিন যাবৎ বিশুদ্ধ সীরাত প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলেন। কারণ, নবি ﷺ-এর সীরাত হলো এক অফুরান প্রস্রবন—যেখান থেকে মানুষ প্রজন্ম পরম্পরায় পানি সংগ্রহ করে নিজেদের চাহিদা পূরণ করে চলেছে; (বিভিন্ন প্রয়োজনে) এখান থেকেই পথনির্দেশনা গ্রহণ করা হয়; আর এরই উপর নির্ভর করেন বিদ্বান, (আল্লাহর দিকে) আহ্বানকারী ও উপদেশদাতাগণ।

আমরা প্রায়শ খুশি হতাম, যখন শুনতাম যে—অমুক বিদ্বান এ কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, কিংবা অমুক ব্যক্তি এ কাজে হাত দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো, যাদের কথা বললাম তাদের কেউই এ কর্মটিকে আলোর মুখ দেখাতে পারলেন না। এমন সময় শাইখ ইব্‌রাহীম আলি তাঁর এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের চমকে দিলেন। এর ফলে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পরিণত হলো দৃশ্যমান বাস্তবতায়!

সুন্নাহর গ্রন্থাবলিতে নবি ﷺ-এর সীরাত সংক্রান্ত বিপুল তথ্য রয়েছে। এসব গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যাবলির বিশেষত্ব হলো—এগুলো বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট। নবি ﷺ-এর সীরাত বিষয়ক বর্ণনার বিক্ষিপ্ত ও বিপুল পরিমাণ তথ্যকে এই গবেষক তাঁর এই গ্রন্থে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব বর্ণনাকে সুবিন্যস্ত বিষয়াবলীতে ভাগ করে, এদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রেও তিনি সমানভাবে সফল। এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো—এখানে কেবল বিশুদ্ধ বর্ণনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে; এ গ্রন্থকে দুর্বল ও জাল হাদীস থেকে দূরে রাখা হয়েছে, যেগুলো সীরাতের কোনও কোনও ঘটনাকে রূপকথা ও অলিক গল্পের সদৃশ বানিয়ে দিয়েছে।

ভেজাল বর্ণনাসমূহ সরিয়ে সীরাতকে পরিচ্ছন্নরূপে পেশ করা বিদ্বানদের সামষ্টিক দায়িত্ব। কারণ মুসলিমরা অতীতেও সীরাত গ্রন্থাবলির শরণাপন্ন হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। অথচ সেখানে বিশুদ্ধ, দুর্বল, বানোয়াট—সব ধরনের বর্ণনাই রয়েছে; আর তারা সকল বর্ণনাকে সত্য মনে করে গ্রহণ করছে, সেসবের সামনে মাথা নত করে দিচ্ছে!

সীরাত গ্রন্থাবলিতে যেসব বিশুদ্ধ ও দুর্বল বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো বিদ্বানদের বিভিন্ন রচনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে; সেসবের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তিবর্গ ও উপদেশদাতাগণ কথা বলেছেন; এবং জনসাধারণ ও বিদ্যার্থীরা সেগুলোকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছে। আর এর প্রত্যেকটিই এদের জন্য বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এর ফলে সীরাতকে ভেজাল বর্ণনা থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্নরূপে পেশ করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে; যা হবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্য এক আন্তরিক খেদমত। (এ রকম একটি কর্ম সম্পন্ন হলে) তা হবে বিদ্বান, বিদ্যার্থী, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও উপদেশদাতাদের জন্য বিরাট উপকার। আল্লাহ এই গ্রন্থকারকে উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁর উত্তম কাজের বিনিময় দিন, এবং যেসব বিশুদ্ধ বর্ণনা এতে বাদ পড়ে গিয়েছে, পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সন্নিবিষ্ট করার পাশাপাশি ভুলগুলো সংশোধন করার তাওফীক দিন! কারণ, অসম্পূর্ণতাই মানুষের বৈশিষ্ট্য; পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য মানুষ কেবল সাধ্যমতো চেষ্টা করতে পারে।

প্রয়োজনীয় সংশোধনী যুক্ত করার জন্য গ্রন্থকার—আল্লাহ তাকে

উত্তম প্রতিদান দিন—আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই আমি এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, ভাগ, আলোচনা—এসব অংশে বিভক্ত করেছি। লেখকের দেওয়া শিরোনামেও কিছু পরিবর্তন এনেছি। যেসব ভুলের উপর চোখ পড়েছে এবং যেসব ভুল বোধগম্য হয়েছে, সেগুলো সংশোধন করে দিয়েছি। এসবই করা হয়েছে এমন একটি গ্রন্থের খেদমতের উদ্দেশে, যেখানে রাসূল ﷺ-এর সীরাত আলোচনা করা হয়েছে। এই ভূমিকায় তাঁর কথা উল্লেখ করা অপরিহার্য, যিনি এই চিন্তার মূল উদ্গাতা এবং যাঁর নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলে এই চিন্তা ফলপ্রসূ হতে পেরেছে। তিনি হলেন মহান শাইখ ড. হুম্মাম সাঈদ। কল্যাণের দিশারি কল্যাণকর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায়!

এই গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহ সর্বত্র তাঁর গোলামদেরকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন! সকল প্রশংসা জাহানসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

ড. উমার সুলাইমান আশ্‌কার

শারীআহ অনুষদ
জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়
আম্মান, জর্দান

পর্যালোচকের বক্তব্য

প্রশংসা কেবল আল্লাহর। আমরা সেই মহান সত্তার প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের নিজেদের অনিষ্ট ও মন্দ কাজ থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথ ভুলিয়ে দিতে পারে না; তিনি যাকে (মন্দ কাজের পরিণতিতে) পথ ভুলিয়ে দেন, তুমি কখনও তার কোনও অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক পাবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই। আমি (আরও) সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর গোলাম ও বার্তাবাহক। হে আল্লাহ! তুমি অজস্র শান্তি ও করুণা বর্ষণ করো মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর!

সীরাতুন নবি ﷺ গ্রন্থটি মূলত কিছুটা ভোগান্তির ফল, যার মুখোমুখি হতে হয় সীরাতুন নবির শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে, যখন তারা দুটি ধারার মধ্যে তুলনা করেন: ইতিহাসবিদ ও সীরাতকারদের ধারা এবং মুহাদ্দিসদের ধারা।

বর্ণনা (গ্রহণ) করার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদ ও সীরাতকারদের কিছুটা শিথিলতা সুবিদিত; ঘটনা-পরম্পরাকে সংযুক্ত রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরার খাতিরে, তারা দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন বর্ণনাসমূহকে(ও) উল্লেখ করে থাকেন। পক্ষান্তরে, মুহাদ্দিসগণ অনুসরণ করেন সমালোচনা নীতির—যার মাধ্যমে বিশুদ্ধ বর্ণনাকে অশুদ্ধ বর্ণনা থেকে আলাদা করে ফেলা হয়; তাতে ঐতিহাসিক চিত্র খণ্ডিত হোক, আর বিশুদ্ধ অংশ অসম্পূর্ণই থাকুক—তাতে কিছু যায় আসে না।

আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল—সময় পেলে হাদীস গ্রন্থাবলি পাঠ করে সেখানকার সীরাত সংক্রান্ত তথ্যাবলি একত্রিত করবো, এবং সীরাত গ্রন্থাবলির বিন্যাসের ন্যায় সময়ের ক্রমধারা অনুযায়ী সেসব তথ্য ঢেলে সাজাবো।

এই চিন্তাটি আমার ছাত্র ও (দ্বীনি) ভাই শাইখ ইব্‌রাহীম আলির কাছে পৌঁছে দিই। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ জ্ঞান-গবেষক হিসেবে বেশ কয়েক বছর আমার সাহচর্যে ছিলেন। তিনি আমাকে এই কাজের অগ্রগতি দেখাতেন এবং—আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন!—(আমার দেওয়া) পর্যবেক্ষণ ও সংযোজনে সাড়া দিতেন। দীর্ঘ অনেক বছরের চেষ্টা, সাধনা ও অধ্যবসায়ের পর এ প্রচেষ্টা সফল হলো। (এ গ্রন্থে) তিনি সীরাতের বিচিত্র তথ্যাবলি সংগ্রহ করার পাশাপাশি, বিপুল সংখ্যক হাদীসের বিধান বা মানগত অবস্থান উল্লেখ করেছেন, এবং দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ কথা বলতে পারি, মুহাদ্দিসের দৃষ্টিকোণ থেকে সীরাত লেখার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি অচিরেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচনাকর্মের মর্যাদা লাভ করবে।

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এ প্রচেষ্টাকে তাঁর সত্তার জন্য একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত কর্মে পরিণত করেন, এবং এটি যেন বিদ্যার্থী, গ্রন্থকার ও পাঠকের জন্য কল্যাণদায়ক হয়। সকল প্রশংসা জাহানসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

ড. হুম্মাম আব্‌দুর রহীম সাঈদ

হাদীসের অধ্যাপক (সাবেক)
শারীআহ অনুষদ
জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়

বহুলব্যবহৃত চিহ্ন

ﷺ ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليه السلام ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليها السلام ‘আলাইহাস সালাম’ / তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهما السلام ‘আলাইহিমাস সালাম’ / উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهم السلام ‘আলাইহিমুস সালাম’ / তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنه ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنها ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’ / আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهما ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهم ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’ / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهن ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’ / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

গ্রন্থকারের ভূমিকা

প্রশংসা কেবল আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের নিজেদের অনিষ্ট ও মন্দ কাজ থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথ ভুলিয়ে দিতে পারে না; তিনি যাকে (মন্দ কাজের পরিণতিতে) পথ ভুলিয়ে দেন, তার কোনও পথপ্রদর্শক থাকে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই; আমি (আরও) সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর গোলাম ও বার্তাবাহক।

অপরাপর জাতির ইতিহাসের তুলনায় ইসলামি ইতিহাসের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে প্রত্যেকটি বিষয়—গুরুত্ব বিবেচনায় তার অবস্থান যেখানেই হোক না কেন—সবসময় সেই বিন্দুর সাথে যুক্ত থাকে যেখান থেকে তার প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল।

ইসলামি ইতিহাসের সূচনাবিন্দু ইসলামের নবির জীবন ও তাঁর ঘটনাপ্রবাহের সাথে সংযুক্ত। তাই নবি ﷺ-এর জীবন-চরিতই হলো ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নের স্বাভাবিক সূচনা। একজন পাঠক এই সীরাতের যেটুকু জ্ঞান হাসিল করবেন এবং এর রহস্যাবলি ও তথ্য যেটুকু অনুধাবন করতে পারবেন, স্থান-কাল নির্বিশেষে ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় তিনি ঠিক ততোটুকুই বুঝতে সক্ষম হবেন।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দিই: নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবদ্দশায় যেসব কাজ সম্পন্ন হয়েছে, নিছক সেসবের ভিত্তিতে তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বকে মূল্যায়ন করা যায় না। তবে তাঁর ব্যক্তিত্বকে মূল্যায়ন করা সম্ভব,

যদি তাঁর কার্যাবলির যেসব ফলাফল তাঁর জীবদ্দশায় ও পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো সামনে রাখা হয়; যেমন, খোলাফায়ে রাশিদীনের সময়কার বড় বড় বিজয়াভিযান ও বৃহত্তর ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন—যা ছিল পূর্বদিকে চীন সীমান্ত থেকে শুরু করে পশ্চিমে ফ্রান্সের পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত।

মানবজাতি ও তার সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সামাজিক, দ্বিপাক্ষিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর (ইসলামি ইতিহাসের) এসব ঘটনার রয়েছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রভাব।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ একটি নতুন জাতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর প্রশিক্ষণ কতো উন্নত মানের তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যদি এসব বিষয়ে তাঁর কৃতিত্বকে সামনে রাখা হয়: আরবের লোকজন ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত; আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা অন্যদের গোলামি করতো। তিনি তাদের সেখান থেকে বের করে (আল্লাহর) একত্ববাদের দিকে নিয়ে আসেন। এর মাধ্যমে তিনি ছত্রভঙ্গ জাতিকে করেন একতাবদ্ধ; বিচ্ছিন্ন লোকদের করেন ঐক্যবদ্ধ। এই জাতির ভেতর থেকে বের করে আনেন বেশ কিছু মহান নেতা। অনুগত লোকদের করে তুলেন সুসভ্য; বিবেক, ঈমান, সততা ও উত্তম আচরণে যারা অনন্য। নবি ﷺ অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাঁর সঙ্গীদেরকে প্রশিক্ষণ দেন; এর মাধ্যমে তিনি এমন একদল লোক তৈরি করেন, যারা তাঁর ইন্তেকালের পর প্রতিষ্ঠিতব্য বিশাল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য হয়ে উঠেন।

ইসলাম ও তার ইতিহাস-সভ্যতার সাথে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ এবং যারা এ নিয়ে পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় গবেষণা করেন, তারা বিরাট বিস্ময় সহকারে লক্ষ্য করবেন—মুসলিমদের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি আন্দোলন ও আবেগ-উচ্ছাসের উপর রয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর চূড়ান্ত প্রভাব। সময়কাল, উদ্দেশ্য, আন্তরিকতা ও বোধশক্তির তারতম্য সত্ত্বেও তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, এই ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনার মূল উদ্দীপক কার্যকারণ হলো ইসলাম; এবং ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর যা কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা সবই হয়েছে ইসলামের নামে, ইসলামের কারণে।

ইসলামি ইতিহাসের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর সীরাত সবসময়ই চাবি(র

ন্যায়)। তাই জ্ঞানের এই শাখাটিকে সর্বোত্তমভাবে ও সবচেয়ে বিশুদ্ধরূপে পেশ করা অত্যন্ত জরুরি; বিশেষত এমন এক সময়ে, যখন দুনিয়ার (লোভনীয়) হাতছানি অনেক বেড়ে গিয়েছে, অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, সত্যের উপর মিথ্যা ক্ষণিক সময়ের জন্য জয়লাভ করেছে, এবং মানুষের উপর বস্তুবাদ প্রাধান্য বিস্তার করে তার মূল্যবোধ বিগড়ে দিয়েছে, আর তাকে করে তুলেছে চরম অস্থির; যাতে মানুষ এই নবির জীবনে উত্তম আচরণবিধি খুঁজে পায়, যার সামনে ভেঙে পড়বে পক্ষপাতদুষ্ট ও মিথ্যুকদের যাবতীয় অভিযোগ। আশা করা যায়, এর ফলে মানুষ তাঁর জীবনে খুঁজে পাবে আসল মানবতার এক অত্যুজ্জ্বল জীবন্ত প্রতিচ্ছবি; সেখানে সে খুঁজে পাবে মানুষের এমন এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি, যিনি মানবীয় সত্তার ছোটো-বড় সকল দিক বাস্তবে রূপায়িত করে দেখাচ্ছেন, সব ধরনের বাস্তবতার মোকাবেলা করছেন। মানুষ আরও দেখতে পাবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ পূর্ণাঙ্গ মানবতার শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও, সর্বাবস্থায় তিনি ছিলেন তাঁর মানবীয় সত্তার একেবারে কাছাকাছি। তিনি বরং মানুষের (স্বাভাবিক) আবেগ-অনুভূতির মধ্যেই জীবনযাপন করেছেন: তিনি ছিলেন সহজ সরল আচরণের এক যুবক, প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ দিয়ে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী, সন্তানবৎসল পিতা, আদর্শ স্বামী, নেতা, সমরবিদ, নিঃস্ব, ধনবান, ইমাম, সালিশ, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী, এবং (একদিকে) দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বীয় রবের ইবাদাত ও (অপরদিকে) পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে সামাজিকতা—এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয়কারী।

সীরাতের এই অধ্যয়ন সকল মানুষের জন্যই জরুরি; তবে মুসলিমদের জন্য এটি আরও বেশি জরুরি—যারা এমন কিছু মূল্যবোধের মাঝখানে পড়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছে, যা তাদের বিবেক, চিন্তা ও সমাজব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, ইসলামের শিক্ষাসমূহকে আল্লাহ যেভাবে বাস্তব দুনিয়ায় কার্যকর দেখতে চান, সীরাতই হলো তার জীবন্ত রূপ। ইসলামের শিক্ষাসমূহ তো নাযিল করা হয়েছে মানুষের বাস্তব জীবন ও সমাজব্যবস্থায় কার্যকর করার জন্যই। মানুষ কেবল এসব নির্দেশ ও শিক্ষার ছায়ায় শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এসব শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছে, কারণ এখানে রয়েছে তার জীবনের সকল দিক সম্পর্কে দিক্‌নির্দেশনা; পাশাপাশি কোন কোন কাজে তার উপকার ও কল্যাণ নিহিত, তাও এসব শিক্ষায় বাতলে দেওয়া হয়েছে।

মুহাম্মাদ ﷺ-ই সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামের শিক্ষাকে তাঁর ব্যক্তিজীবনের সর্বক্ষেত্রে মূর্ত রূপ দিয়েছেন, যার ফলে তিনি তাঁর সাহাবি ও পরবর্তী লোকদের জন্য পরিণত হয়েছেন উত্তম আদর্শে।

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবস কামনা করে, এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে—তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

(সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:২১)

এসব কারণে সীরাতের প্রধান উৎস থেকে নবি ﷺ-এর সীরাত সংক্রান্ত এই প্রামাণ্য গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে; আর সেই উৎস হলো হাদীসের গ্রন্থাবলি ও হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন রচনাসমগ্র—যেখানে নবি ﷺ-এর সুবাসিত জীবনের নানা দিক সম্পর্কে বিপুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

সীরাতুন নবির উৎসসমূহ

সীরাতুন নবির উপর যাঁরাই গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই নিচের এক বা একাধিক উৎসের উপর নির্ভর করেছেন:

১. আল-কুরআনুল কারীম;

২. হাদীসের গ্রন্থাবলি ও তৎসংশ্লিষ্ট রচনাসমগ্র;

৩. মাগাযী ও সিয়ার (যুদ্ধবিগ্রহ), দালাইল (নুবুওয়াতের প্রমাণাদি) ও শামাইল (রাসূলের বৈশিষ্ট্য) সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি; ও

৪. ভাষা, সাহিত্য ও কবিতার গ্রন্থরাজি।

এই গ্রন্থ সংকলন করতে গিয়ে সকল ঘটনার ক্ষেত্রে মূল উৎস হিসেবে আমি মূলত দ্বিতীয় উৎসটির উপর নির্ভর করেছি। তবে আলোচনাধীন হাদীসের শূন্যতাপূরণের জন্য যখন প্রয়োজনীয় তথ্য হাদীসের গ্রন্থাবলি ও হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন রচনাসমগ্রে পাইনি, তখন তৃতীয় উৎসের উপর নির্ভর করেছি।

মূলনীতি: সীরাতের যেসব বর্ণনা হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলিতে এসেছে,

সেগুলো মাগাযী গ্রন্থাবলির বর্ণনার উপর প্রাধান্য পাবে

সীরাতুন নবি ﷺ-এর বিশুদ্ধ চিত্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের উপর নির্ভর করা এবং সেগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া বাঞ্ছনীয়; তারপর হাসান বর্ণনা; তারপর দুর্বল হাদীস, যা বিশুদ্ধ বর্ণনার সমর্থক। এসবের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে, অধিকতর শক্তিশালী বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে এমনসব ঐতিহাসিক ঘটনাকে সপ্রমাণ করার জন্য দুর্বল বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায়, যার উপর শারীআর কোনও বিধান কিংবা আকীদাহ্ সংক্রান্ত কোনও বিষয় প্রতিষ্ঠিত নয়; কারণ শারীআর বিধিবিধান ও আকীদাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি কেবল বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

সীরাতুন নবি-তে শারীআর বিপুল পরিমাণ বিধিবিধান রয়েছে, যা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে। তাই এগুলো বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরি, যাতে এগুলোর উপর নির্ভর করা যায়। হাদীস গ্রন্থাবলিতে সীরাতের নির্ভরযোগ্য উপাদান রয়েছে, যা মুহাদ্দিসদের পদ্ধতি অনুসারে গৃহীত হয়েছে। তাই এগুলোর উপর নির্ভর করা উচিত, এবং মাগাযী, সিয়ার ও ইতিহাসের সাধারণ বইপুস্তকের উপর এগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া বাঞ্ছনীয়; বিশেষত সেসব তথ্য যখন হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায়। কারণ, এগুলো হলো মুহাদ্দিসদের কঠোর পরিশ্রমের ফল, যা তাঁরা হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারী পরম্পরা) ও মতন (মূলপাঠ) সমালোচনার মানদণ্ডে যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে ব্যয় করেছেন। হাদীসসমূহ যে সমালোচনা ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে গিয়েছে, ইতিহাসের গ্রন্থাবলি তার মুখোমুখি হয়নি। আর এটিও জানা কথা যে, হাদীস সমালোচনা করার ক্ষেত্রে ও যারা কোনও হাদীস কিংবা নির্ভরযোগ্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তাদের ন্যায়পরায়ণতাকে সুক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে দুর্বল ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহকে পৃথক করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ বেশকিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করেন। বর্ণনাকারীদের জন্য তাঁরা বেশকিছু শর্ত বেঁধে দেন, যা পূরণ হতেই হবে; আর এই প্রক্রিয়ায় বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হলে, তাঁদের বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের ক্ষেত্রে ইতিহাসবেত্তাগণ যে রীতি অনুসরণ করেন, সেখানে (মুহাদ্দিসদের) শর্তাবলি পূরণ হয় না। ঐতিহাসিক বর্ণনা

গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁরা শিথিলতা প্রদর্শন করেন। সেইজন্য আমরা দেখি, তাঁরা এমনসব বর্ণনাকারী থেকে তথ্য সরবরাহ করছেন, মুহাদ্দিসদের নিকট যাদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত নয়; যেমন কালবি, সাইফ ইবনু উমার তামীমি, ওয়াকিদি প্রমুখ। মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে তারা দুর্বল।

সেজন্য আমি এই গ্রন্থে বিশুদ্ধতর বর্ণনাসমূহের উপর নির্ভর করেছি। হাদীস বিষয়ক রচনাসমগ্রে বিশুদ্ধ হাদীসের এক বিরাট ভান্ডার রয়েছে, যা থেকে পাঠক সীরাতুন নবি ﷺ-এর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে পারেন। তাই হাদীস গ্রন্থাবলিতে প্রাপ্ত বর্ণনাকে আমি মাগাযী ও সিয়ার বিষয়ক গ্রন্থাবলির বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিয়েছি। (কারণ, সাধারণ মূলনীতি হলো—) বিশুদ্ধ গ্রন্থের তথ্য বিশুদ্ধতর।

ঐতিহাসিক, বিশেষত সীরাতুন নবি সংক্রান্ত, বর্ণনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইসনাদের প্রয়োজনীয়তা

দ্বীনের প্রত্যেকটি বিষয়ে ইসনাদ বা বর্ণনা-পরম্পরা থাকা জরুরি। নবি ﷺ-এর হাদীস, শারীআর বিধিবিধান, জীবনচরিত, মহত্ত্ব, যুদ্ধবিগ্রহ, যুদ্ধাভিযান—দ্বীন ও শারীআর এসব বিষয়ের ভিত্তি হলো ইসনাদ। এসব বিষয়ের কোনও কিছুর উপরই নির্ভর করা সমীচীন নয়, যতোক্ষণ না তা ইসনাদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যেসব যুগে কল্যাণ ছিল মর্মে (হাদীসে) সাক্ষ্য রয়েছে—সেসব যুগের অবসান ঘটায়, ইসনাদের বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ইসনাদ: 'মাতন' বা মূলপাঠ পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের পরম্পরার নাম ইসনাদ। (হাদীসের) মূলপাঠ-কে বলা হয় 'মাতন'।

আমাদের ন্যায়পরায়ণ পূর্বসূরীগণ (আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন!) ইসনাদের প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন। দ্বীনি বিষয়ে ইসনাদ বাঞ্ছনীয়। এটি মুসলিম উম্মাহ'র একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। (ইমাম) মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের ভূমিকায় (১/৮৭) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

"ইসনাদ দ্বীনের অংশ। ইসনাদ না থাকলে, যার যা ইচ্ছা বলে বেড়াতো।"

ইবনুল মুবারক আরও বলেন,